পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লিঃ,
পঞ্চগড়।
চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যাবলী

 # চিনিকলের নামঃ পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লিঃ, পঞ্চগড়।
 # অবস্থানঃ ঢাকা পঞ্চগড় মহাসড়ক সংলগ্ন পুরাতন পঞ্চগড় মৌজায় অবস্থিত।
 # প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৬৬-১৯৬৯ সাল।
 # চিনিকলের উৎপাদন ক্ষমতা: উৎপাদন ক্ষমতা- ১০১৬০ মেঃ টন (১০৬০ টিসিডি)

 # চিনিকল ও প্রতিষ্ঠান এলাকার ছবি (সকল যন্ত্রপাতির ছবিসহ)?
চিনিকল ও প্রতিষ্ঠানের এলাকার ছবি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

চিত্রঃ কারখানার প্রধান ফটক

চিত্রঃ মেডিক্যাল সেন্টারের বাইরের চিত্র

চিত্রঃ জেনারেল অফিসের বাইরের স্থির চিত্র

চিত্রঃ মিল ইঞ্জিন টারবাইন

চিত্রঃ স্কুল ও প্লে গ্রাউন্ড

চিত্রঃ মসজিদ

চিত্রঃ গেস্ট হাউজ

চিত্রঃ এমডি বাংলো

চিত্রঃ খোলা চিনি

চিত্রঃ প্যাকেট চিনি

চিত্রঃ ৫০ কেজির বস্তাজাতকৃত চিনি

আখ চাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

 # চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনাসমূহ কিকি?

চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমূহঃ

(ক) চিনিকলটি ১৯৬৯ সালে স্থাপিত হয়। দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় মেশিনারি যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।
(খ) দীর্ঘদিন যাবত লোকবল নিয়োগ বন্ধ থাকায় দক্ষ লোক বলের অভাব দেখা দিয়েছে।
(গ) দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষন না দেওয়ায় দক্ষ শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েছে।
(ঘ) পঞ্চগড় ও এর আশে পাশে সমতলে চা বাগান গড়ে উঠায় এবং আখ রোপন কমে যাওয়ায় কাঁচামাল হিসেবে আখের অভাব দেখা দিয়েছে।
(ঙ) চলতি বছরে নগদে মূল্য সময়মত পরিশোধ করতে না পারায় আখ আবাদের পরিমান বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

উত্তরণের প্রস্তাবনা সমূহঃ

(ক) দক্ষ লোকবল নিয়োগ দিতে হবে।
(খ) দক্ষ জনবল তৈরির জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
(গ) আখের মূল্য নগদে ৭ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতঃ আখ চাষে চাষীদের উৎসাহিত/সহায়তা করতে হবে।

 # চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণসমূহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল? আর কি কি করণীয়?

চিনি উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণসূহঃ

(ক) চিনিকলের আখ উৎপাদনের নিজস্ব কোন খামার নাই কাজেই সাধারণ কৃষকের উৎপাদিত আখের উপর নির্ভর করেই চিনি উৎপাদন করতে হয়।
(খ) পঞ্চগড় ও পঞ্চগড়ের আশেপাশে আখ আবাদযোগ্য জমিতে চা বাগান গড়ে উঠায় আখ চাষ জমির

পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে কাঁচামাল হিসেবে আখ প্রাপ্তি কমে গেছে।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্যোগ ও উত্তরণের প্রস্তাবনা সমূহঃ

(ক) শুধুমাত্র সাধারণ কৃষকের উৎপাদিত আখের উপর নির্ভর না করে মিলের কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আখ চাষ বাধ্যতামুলক করা হয়েছে।
(খ) ৬-৮ মাসে আখের পরিপক্কতা আসে এমন জাত উদ্ভাবন।

 # স্থানীয়ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । আর কিকি গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্থানীয়ভাবে আখ চাষ বৃদ্ধিতে নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছেঃ

১. চাষীদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ চলমান আছে।
২. আখচাষী সমাবেশের মাধ্যমে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।
৩. পদ্ধতি প্রদর্শনী ও ফলাফল প্রদর্শনীর মাধ্যমে আখচাষীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।
৪. খামার দিবসের মাধ্যমে আখ চাষে লাভজনক দিক গুলো চাষীদের মাঝে তুলে ধরা হচ্ছে ।
৫. পোষ্টার, ব্যানার, ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।
৬. সরকারী ভাবে ভূর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে আখ চাষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
৭. আখ চাষে চাষীদের আগ্রহ কমে যাওয়ায় মিলে কর্মরত সকল শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাদের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করে জমি লীজ নিয়ে আখ আবাদে এরিয়া বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
৮. আখ চাষে চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য ডিজিটাল ওজোন যন্ত্রের মাধ্যমে আখের ওজোন নেওয়া,ই-পূর্জি ও ই-গেজেটের মাধ্যমে আখ ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
৯. আখের মূল্য পরিশোধে জটিলতা নিরসনকল্পে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখের মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে।
১০. ভেজাল মুক্ত সার ও কিটনাশক সরাসরি কারখানা হতে সংগ্রহ করে চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে।
১১.আখ চাষে সহায়ক হিসেবে চাষীদের মাঝে নগদ টাকা ঋন হিসেবে বিতরণ করা হচ্ছে।
১২. স্বল্পমূল্যে আখচাষীদের মাঝে জৈবসার হিসেবে প্রেসমাড বিতরণ করা হচ্ছে।
১৩. আখ চাষে সহায়ক হিসেবে চাষীদের মাঝে মিলের নিজস্ব পরিবহনে বিনা ভাড়ায় বীজ পরিবহন করা হচ্ছে।
১৪. চাষীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে মিলের ট্রাক্টর দ্বারা স্বল্প খরচে তাদের জমি চাষ ও নালা কর্তন করে দেওয়া হচ্ছে।
১৫. আখ চাষে আধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারনা দেওয়ার জন্য আখ চাষীদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে।

আর যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১. মিলে আখ সরবরাহের সাথে সাথে চাষীদের আখের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
২. আখ চাষে চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য আগাম আখ চাষে সরকারী ভূর্তুকির প্রদান করা
৩. উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ চিনি ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ৬-৮মাসে পরিপক্ক হয় এমন আখের জাত উদ্ভাবন করা
৪. রোগ ও পোকা প্রতিরোধী আখের জাত উদ্ভাবন করা
৫. ক্ষুদ্র পরিসরে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আখের জমি চাষ ও নালা তৈরী, আগাছা দমন, আখ কর্তন ও পরিষ্কার করনের উদ্ভাবিত যন্ত্র মাঠ পর্যায়ে বিস্তার ঘটানো
৬. প্রতি বছর আখের মূল্য বৃদ্ধি করা।
৭. সেটআপ অনুযায়ী দক্ষ মাঠকর্মী/কর্মকর্তা নিয়োগ করা
৮. মাঠকর্মী/কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা

 # ইক্ষুখেত হতে চিনিকল সমূহে যোগাযোগ রাস্তা সমূহ কি উন্নতমানের? এ বিষয়ে চিনিকল এর পক্ষ হতে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবিসহ)?

পঞ্চগড় সুগার মিলটি একটি সেবামূলক বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যা পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত। পঞ্চগড় সুগার মিলে ০৫টি থানা মধ্যে ৩১ টি ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র আছে। ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রগুলো প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত এবং প্রত্যন্ত এলাকায় রাস্তাঘাট গুলি একসময় কাঁচা ছিল। পঞ্চগড় সুগার মিলটি ১৯৬৯ সালে স্থাপিত হওয়ার পর প্রত্যন্ত এলাকায় ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রের রাস্তাগুলি ধীরে ধীরে ভরাট করে ভাল রাস্তা করা হয়েছে। ইটের হেরিংবোন্ড করা হয় এবং ধীরে ধীরে উক্ত রাস্তাগুলি কার্পেটিং করে চলাচলের উপযোগি করার জন্য সুগার সেস রোড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড হতে রাস্তাগুলি সুন্দর ভাবে করা হয়। অনেক কেন্দ্রের আশেপাশে ব্রীজ, কালর্ভাট তৈরি করা হয়। কারণ যাতে করে কেন্দ্রে কোন আখ সরবরাহের বিঘ্ন না ঘটে। পঞ্চগড় সুগার মিলটি স্থাপনের কারণে অত্র এলাকায় রাস্তাঘাট সহ মানুষের জীবন যাপনের অনেক উন্নয়ন হয়েছে। উক্ত এলাকায় রাস্তাঘাট ব্রীজ, কালর্ভাটের ছবি নিম্নে দেওয়া হলো।

চিত্রঃ কালভার্ট

চিত্রঃ পাকা রাস্তা

 # ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিস্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের বিষয়ে কি কি গ্রহণ করা হয়েছে (ছবিসহ)

উত্তরঃ- আখচাষিগন ই-পুর্জি প্রাপ্তি সাপেক্ষে দৈনিক আখক্রয় কোটা মাফিক আখ ক্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসলে ডিজিটাল ওজন যন্ত্রের মাধ্যমে তা ওজন নেয়া হয়। চাষিরা তাদের নিজস্ব পরিবহনে ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে আখ নিয়ে আসলে তা ওজন হওয়ার সাথে সাথে মিল কর্তৃক নিয়োজিত লোডিং ঠিকাদারের শ্রমিকদের মাধ্যমে তা তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রের ইয়ার্ডে রক্ষিত মিলের ট্রেইলারে লোডের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যদি মিল যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে বন্ধ থাকে বা যানবাহনের সংখ্যা কম থাকে তাহলে সরাসরি মিলের ট্রেইলারে আখ লোডিং-এর সুযোগ থাকে না। সেক্ষেত্রে ওজনকৃত আখ ক্রয় কেন্দ্রের ইয়ার্ডে সুশৃঙ্খলভাবে ষ্ট্যাক দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে যানবাহন প্রাপ্তি সাপেক্ষে শ্রমিক দ্বারা লোড করে তা মিলে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।

ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ক্রয়কৃত আখের পরিমান অনুযায়ী মিলে পরিবহন করে আনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের সংখ্যা, ক্রয় কেন্দ্রে যানবাহন প্রেরণসহ সার্বিক বিষয় মিলের পরিবহন বিভাগ কর্তৃক মনিটরিং সেল/কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রন করা হয়।

চিত্রঃ মহিষের গাড়িতে আখ সরবরাহ

চিত্রঃ ডিজিটাল ওজোন যন্ত্র

চিত্রঃ ট্রেইলারে আখ বোঝাই

চিত্রঃ মিলস পরিবহন

চিত্রঃ মিল চত্বরে কেইন ইয়ার্ড

 # চিনি বিপণনে সমস্যাসমূহ কি কি? এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়?

চিনি বিপণনের সমস্যা সমূহঃ-

১। দেশীয় স্বাস্থ্যকর চিনি গুনে মানে ও স্বাদে অতুলনীয় হলেও মার্কেটিং পলেসিতে বে-সরকারী রিফাইনারী চিনি কলের কাজে মার খাচ্ছে । বে-সরকারী চিনিকল সবসময় সরকারী চিনির দরের চেয়ে কম দরে চিনি বাজারে সরবরাহ করে।

২। প্রতি বছরের উৎপাদিত চিনি সেই বছরেই বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। মিলের মেশিনগুলো অনেক পুরাতন। তাই বেসরকারী চিনিকল গুলোর মত সাদা ও ঝরঝরে চিনি উৎপাদন করতে পারে না।

উত্তরণের উপায়ঃ-

১। বেসরকারী রিফাইনারী চিনিকল গুলোর র সুগার আমদানীর উপর আরো ভ্যাট, ট্যাক্স আরোপ করতে হবে এবং সকল প্রকার চিনি আমদানী রপ্তানী বিএসএফআইসি এর নিয়ন্ত্রনে দিতে হবে।

২। নতুন মেশিন বসিয়ে আরো উন্নতমানের সাদা ও ঝরঝরে চিনি উৎপাদন করতে পারলে চিনি বিপণন সহজ হবে।

৩। চিনি বিক্রয়ের জন্য প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় আলাদা ভাবে নিজস্ব ডিলার নিয়োগ দিতে হবে।

৪। টিসিবির (টেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ) নিকট উৎপাদিত চিনি সম্পূর্ণটাই বাধ্যতামুলক ভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৫। আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে ১কেজি, ২কেজি, ৫কেজির প্যাকেট করে চিনি বিক্রির ব্যবস্থা নিতে হবে যা স্বল্প পরিসরে এখন চলমান আছে।

 # চিনিকলের অধীন চাষাবাদযোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যসহ বিস্তারিত বিবরণঃ

অত্র মিলে পরীক্ষামূলক খামারের অধীন ১৩৯.৬৮ একরের মধ্যে ১০৫ একর জমিতে বীজ আখ আবাদ সহ বিভিন্ন গবেষনামূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। অবশিষ্ট অনাবাদী ৩৪.৬৮ একর জমিতে স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন ফসল যেমনঃ পেঁপে, লাউ, কুমড়া, শসা, টমেটো ইত্যাদি এবং দীর্ঘমেয়াদী ফসলের মধ্যে ড্রাগন ফল ও ভিয়েতনামী খাটো জাতের নারিকেল আবাদ হচ্ছে।

চিনির বাই- প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

#কি কি বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্ন হয়? বিগত ১০ বছরের উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ কত?

বিগত ১০ বছরের উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট উৎপাদনের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ প্রতিবেদন।

ক্রঃনং	অর্থ বছর	চিটাগুড়			ছোবড়া			প্রেসমাড		
		উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)	বিক্রির পরিমাণ (মে. টন)	আয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)	বিক্রির পরিমাণ (মে. টন)	আয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)	বিক্রির পরিমাণ (মে. টন)	আয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১	**২০০৮-০৯**	২,২৪৮.০০	২,৯৯৫.১৫	২৪১.১৮	২৫,৮০৩.২৭	৪,২৩২.০০	১০.৭৫	২,১৭৯.১৮	-	-
২	**২০০৯-১০**	১,৮৭৮.০০	৫৮০.৮৪	১০৭.৬৩	২৪,২০১.১৩	৪,১৪০.০০	১০.৫৪	২,০২০.৫৪	২০৮.৩৩	০.২৫
৩	**২০১০-১১**	২,৪৮১.৪২	২,৩৪৩.৭১	২৭৭.০২	৩৫,৩০৫.৮২	৩,৭৭৭.২৮	২২.৯৪	৩,০১৬.৫১	১,০৫০.০০	১.২৬
৪	**২০১১-১২**	১,৯৯৬.৪৬	১,০৯৫.৮১	৮৭.৮৭	২৭,৭৮৫.৮৮	৩,০৩১.৫৮	১৬.২৬	২,৩৯৮.৮২	৯০৮.৩৩	১.০৯
৫	**২০১২-১৩**	১,৮৬০.১৫	২,৩০০.৫০	১২৩.৭৩	২৬,৪১৪.৯৮	১,৪২৫.১৮	১৯.৬৫	২,১৯২.৯৬	২০৮.৩৩	০.২৫
৬	**২০১৩-১৪**	৩,১০৩.৮৬	৪,০০৫.৭০	২৩৪.১৮	৩৫,৩৩৯.৩১	১,৭০৫.০৫	২৫.১২	২,৯৬১.৫৫	৫০০.০০	০.৬০
৭	**২০১৪-১৫**	১,৯৬০.০১	১,৫০০.০০	৯৯.৩৪	২২,৯১৫.২০	২,৮৩৪.০৪	২২.৬৮	১,৮৯৫.৮৪	৮৬৬.৬৬	১.০৪
৮	**২০১৫-১৬**	১,৪৬৫.০০	২,০০২.৫৮	১৯৬.৯৭	১৮,২৮৮.২৯	১,২৭২.৪১	৭.০২	১,৫১০.২২	৭১৬.৬৬	০.৮৬
৯	**২০১৬-১৭**	২,০৩০.০০	১,৬৪৯.৫০	২৩৮.৪৩	২৩,৪৪৮.৯৯	১,১৩৬.৩২	০.১২	১,৯৫৩.৫৫	৩৯১.৬৬	০.৪৭
১০	**২০১৭-১৮**	২,১১৫.২৫	১,৮৫০.৫১	২৪০.০০	২৫,৬৮২.৬২	১,০১৫.৬৮	৫.৪৭	২,১৩৩.৩৩	৫৩৩.৩৩	০.৬৪
	মোট =	২১,১৩৮.১৫	২০,৩২৪.২৯	১,৮৪৬.৩৫	২৬৫,১৮৫.৪৯	২৪,৫৬৯.৫৪	১৪০.৫৫	২২,২৬২.৫০	৫,৩৮৩.৩০	৬.৪৬

 # দক্ষ জনবল তৈরিতে গৃহীত উদ্যোগসমূহঃ

দক্ষ জনবল তৈরির জন্য উৎপাদশীলতার বাড়ানোর লক্ষ্যে বাৎসরিক দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া আবশ্যক।

 # চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা রয়েছে?

চিনিকলের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা ভাড়া, বাড়ী ভাড়া, যাতায়াত ভাতা, শিক্ষা ভাতার সুয়োগ সুবিধা রয়েছে।

 # চিনিকলের সিবিএ'র সংখ্যা ও তাদের সদস্য সংখ্যাঃ

চিনিকলের সিবিএ'র সংখ্যা ০১ এবং তাদের সদস্য সংখ্যা-১১ জন।

 # চিনিকল হতে প্রতিবছর কি পরিমাণ অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের তথ্য)

- **বিগত দশ বছরে সরকারী কোষাগারে জমার প্রতিবেদনঃ**

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	মোট সরকারী খাতে জমা (লক্ষ টাকায়)
০১	২০০৮-৯	১০৮.২৭
০২	২০০৯-১০	৯৮.০৫
০৩	২০১০-১১	১০৮.১৪
০৪	২০১১-১২	৬২.৫৪
০৫	২০১২-১৩	৭৬.৯৮
০৬	২০১৩-১৪	৮৭.৭৪
০৭	২০১৪-১৫	৯১.১৭
০৮	২০১৫-১৬	১২২.২৯
০৯	২০১৬-১৭	১৪৪.৮০
১০	২০১৭-১৮	১৪৩.০২

মোট = ১,০৪৩.০০

চিনিকলের যন্ত্রপাতি ও আধুনিকায়ন

চিনিকলের যন্ত্রপাতিসমূহের বর্তমান অবস্থান বিস্তারিত তথ্যঃ

মিল হাউজ

ক্র.নং	যন্ত্রাংশের নাম	সংখ্যা	স্থাপনকাল	বর্তমান অবস্থা	মমন্তব্য
১.	নাইফ হোল্ডার	২ সেট	১৯৬৬-৬৯	আরজেসি থেকে মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	০১ সেট নাইফ হোল্ডার পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
২.	ডাইনোড্রাইভ	০২ নং	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	
৩.	হেড স্টোক	০৮ নং	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	
৪.	মিল হাউজ টারবাইন	০২ নং	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	

বয়লার হাউজ

ক্র.নং	যন্ত্রাংশের নাম	সংখ্যা	স্থাপনকাল	বর্তমান অবস্থা	মমন্তব্য
১.	বয়লার ১৬ মে.টন	৩ নং	১৯৬৬-৬৯	০৩ টি বয়লার দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

পাওয়ার হাউজ

ক্র.নং	যন্ত্রাংশের নাম	সংখ্যা	স্থাপনকাল	বর্তমান অবস্থা	মমন্তব্য
১.	পাওয়ার হাউজ টারবাইন ১ মেগাওয়াট	০২ নং	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতান হওযায় ব্যাগাস কনজাম্পশন বেশি ও চাহিদামত বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না।	জরুরী ভিত্তিতে ০১ টি পাওয়ার টারবাইন স্থাপন করা প্রয়োজন।
২.	ডিজেল জেনারেটর	০২ নং	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	জরুরী ভিত্তিতে ০১ টি ডিজেল জেনারেটর স্থাপন করা প্রয়োজন।

বয়লিং হাউজ

ক্র.নং	যন্ত্রাংশের নাম	সংখ্যা	স্থাপনকাল	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১.	জুস হিটার	০৪ টি	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	
২.	ইভাপোরেটর	০৪ টি	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
৩.	প্যান	০৩ টি	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
৪.	ক্লারিফায়ার/ডোর	০১ টি	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
৫.	আরভিএফ	০১ টি	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
৬.	ব্যাচ টাইপ এ সেন্ট্রিফিউগাল	০২ টি	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	অটোমেশন করা প্রয়োজন।
৭.	ব্যাচ টাইপ বি সেন্ট্রিফিউগাল	০২ টি	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন। মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	অটোমেশন করা প্রয়োজন।
৮.	অটো সি সেন্ট্রিফিউগাল	০১ টি	২০১৩	মেরামত করে চালানো হচ্ছে।	
৯.	ব্যাচ টাইপ সি সেন্ট্রিফিউগাল	০৪ টি	১৯৬৬-৬৯	দীর্ঘ দিনের পুরাতন ও অব্যবহৃত অবস্থায় আছে।	

বর্তমান চিনিকলসমূহের আধুনিকায়নের জন্য কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? গ্রহণ করা হলে সেগুলোর সবিস্তার বর্ণনাসহ উপস্থাপন করুন।

পঞ্চগড় চিনি কলের আধুনিকায়নের পদক্ষেপঃ

পঞ্চগড় চিনি কলের আধুনিকায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। পঞ্চগড় চিনি কলের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন মিল ও পাওয়ার টারবাইন, বয়লার, সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া গড় মাড়াই বৃদ্ধির জন্য ফিড টেবিল ও ইওটি ক্রেন স্থাপন করা প্রয়োজন।

গবেষনা

 # চিনিকলে আধুনিক গবেষণাগার রয়েছে কি? যদি না থাকে সে বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করুন।

চিনিকলে আধুনিক কোন গবেষণাগার নেই। মিল প্রতিষ্ঠাকালীন যে গবেষণাগার ছিল বর্তমানে তাই রয়েছে।
আধুনিকায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ :

১. একটি আধুনিক গবেষণাগার ভবন তৈরী করতে হবে অথবা বর্তমানে ব্যবহৃত ল্যাব সংস্কার করতে হবে। ল্যাবের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য এবং আধুনিক কিছু যন্ত্রপাতি সঠিক রাখার জন্য রুমে এসি রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন এনালাইসিস করনের সময় নির্গত বিষাক্ত ভ্যাপার/গ্যাস নির্গমনের জন্য ভবনের দেয়ালের চতুপার্শে প্রয়োজনীয় এক্সজষ্ট ফ্যান সেট করতে হবে।

২. এনালগ এর পরিবর্তে ডিজিটাল যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে। যথা: ডিজিটাল পোলারী মিটার (ইংল্যান্ড), মাইক্রো ডিজিটাল ওজন যন্ত্র (সুক্ষম ওজন যন্ত্র নিরুপনের জন্য), মাইক্রোওভেন, ব্যাগাছ ডিসইন্টিগ্রেটর, ব্যাগাছ ডাইজেষ্টর, ব্যাগাছ ড্রায়ার, বেবী ক্রাশার, ব্রিক্স হাইড্রোমিটার , স্লারী বলমিল, ডিস্টিলেশন প্লান্ট ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্র প্রতিস্থাপন করতে হবে।

চিনির নীতিমালা

 # ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে? চিনি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে চিনি নীতিমালায়?

 # বাংলাদেশের চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় অন্তুর্ভূক্ত করা যেতে পারে?

১। যখন বেসরকারী চিনিকলগুলো চিনির দাম বাড়িয়ে দেয় তখন সরকারী চিনিকলগুলো বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করে। সেহেতু চিনি উৎপাদন খরচ ও সরকারী ভাবে চিনির নির্ধারিত বাজার মূল্যের যে ট্রেড গেপ তা সরকারকে প্রদান করতে হবে।

২। চিনি আমদানী রপ্তানীর সার্বিক দায়িত্ব বিএসএফআইসি কে প্রদান করে চিনির বাজার নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

 # বেসরকারি চিনিকলসমূহ সরকারের কাছে কিকি সুবিধা পাচ্ছে আর সরকারি চিনিকলসমূহ কি কি সুবিধা পাচ্ছে তার তুলনামূলক বর্ণনাঃ

বেসরকারী পর্যায়ের চিনিকলগুলো ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ঋন নিয়ে বিদেশ থেকে র-সুগার আমদানী করে দেশের বাজারে সরকারী চিনির মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রি করছে। সরকারী চিনিকলগুলো থেকে উৎপাদিত চিনির দাম সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। কিন্তু, বাস্তবতার নিরিখে চিনির উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। যা সরকার কর্তৃক ভূর্তুকির মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়না।

পরিবেশ সুরক্ষা

 # চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?

চিনিকলের পরিবেশ রক্ষার জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) চিনিকলের ধোয়া বাহিরে নির্গমনের জন্য ৩ টি চিমনি স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) চিনিকলের বাই প্রেডাক্ট প্রেসমাড ও ব্যাগাছ নিদিষ্ট স্তুপকরণ করে রাখা হচ্ছে।

(গ) চিনি কলের পরিষ্কার পানি ড্রেনেস ব্যস্থার মাধ্যমে করতোয়া নদীতে ফেলা হচ্ছে।

(ঘ) চিনিকলের ময়লা পানি ৩টি লেগুনে শোধন করে রাখা হচ্ছে। তদুপরি পরিবেশ সুরস্কার জন্য মোলাসেস বিক্রির ১% টাকা পরিবেশ অধিদপ্তর কে প্রদান করা হচ্ছে। তবে জরুরী ভিত্তিতে ময়লা পানি পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন খুবই জরুরী।